কুল চাষে ভাগ্য বদল কৃষক আবদুল মালেকের

আবদুল মালেক। পরিবারের দারিদ্রতা এবং অসচ্ছলতা দূর করতে যান দেশের বাইরে। সেখানে বিভিন্ন ফলের বাগানের শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ৬ বছর সেখানে কাজ শেষ করে এমন কিছু বাগান করবেন এই চিন্তা নিয়ে দেশে ফিরে আসেন ২০১৫ সালের দিকে।

এরপর অন্যের জমি লিজ নিয়ে শুরু করেন ফলের বাগান। তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এখন ৩০ বিঘা জমিতে তিনি কাশ্মীরি আপেল কুল, বল সুন্দরী সহ পেয়ারা এবং নানান ফলের বাগান করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। বলছিলাম সফল চাষী আবদুল মালেকের কথা। তিনি কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার চন্ডিপুর এলাকার বাসিন্দা।

সরেজমিনে শুক্রবার তার বাগানে গিয়ে দেখা যায়, কুল বাগান পরিচর্যার কাজে তিনি ব্যস্ত। বাগানে আরও কয়েকজন শ্রমিক ব্যাস্ত পরিচর্যা ও কুল সংগ্রহ করতে।
এই বাগান পরিদর্শন করতে আরও কিছু উৎসুক জনতাকেও দেখা গেলো।

আবদুল মালেক প্রথমে ৫ বিঘা কৃষি জমি লিজ নিয়ে পেয়ারা বাগান শুরু করেন। এরপর আস্তে আস্তে বাগানের আয়তন বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে তিনি ৩০ বিঘা জমিতে তার বিভিন্ন ফলের বাগান গড়ে তুলেছে। ৩০ বিঘা জমির ১৮ বিঘা জমিতে উন্নত জাতের কুল (বল সুন্দরী, কাশ্মীরি আপেল কুল, থাই কুল) চাষ করে ভাগ্য বদলেছেন তিনি। ফিরেছে সুদিন। পাশাপাশি তার কুল বাগানে কাজ করে খেয়ে পরে ভালো আছে আরও ১০টি পরিবার।

সেখানকার এক শ্রমিক রনি আলী। তিনি জানান, প্রতিমাসে ১০ হাজার টাকা বেতনে কাজ করেন তিনি। তিনি জানান, এই ফলের বাগানে কাজ করতে আমার বেশ ভালোই লাগে। মাস শেষে যে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকি তা দিয়ে আমার সংসার বেশ ভালোভাবেই চলে। আমি আমার সন্তানদের লেখাপড়া শেখাচ্ছি। তবে আমারও ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে এমন সুন্দর বাগান গড়ে তোলার।

আবদুল মালেক বলেন, অভাব অনটনের সংসারে ধারদেনা করে বিদেশে গিয়েছিলাম। সেখানে বিভিন্ন ফলের বাগানের শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছি।
৬ বছর সেখানে কাজ শেষ করে দায়দেনা পরিশোধ করে এবং আরও জমানো

কিছু নগদ টাকা নিয়ে দেশেই এমন কিছু বাগান করবেন এই চিন্তা নিয়ে দেশে ফিরে আসেন ২০১৫ সালের দিকে।

এরপর অন্যের জমি লিজ নিয়ে শুরু করি ফলের বাগান। তিনি বলেন, এখন আমার ৩০ বিঘা জমিতে তিনি বলসুন্দরী, কাশ্মিরি জাতের কুল ছাড়াও সিডলেস লেবু, পেয়ারা, কলা বাগান ও কচুর আবাদ করছি।

দুই বছর আগে ১০ বিঘা এবং গতবছরে আর ৮ বিঘা জমিতে কয়েক ধরনের উন্নত জাতের কুল আবাদ করেছি।

এসব কুল চাষ শুরুর পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বাগানের ফল ধরতে শুরু করে আশাতীত ভাবে।

বছর শেষে সকল খরচ বাদ দিয়ে এখান থেকে ৮-১০ লাখ টাকার ফল বিক্রি করবেন বলে আশা করেন আবদুল মালেক।

তিনি বলপন, বিক্রিতেও তেমন কোন ঝামেলা নেই। পাইকাররা এসে বাগান থেকেই সংগ্রহ করে ওজন দিয়ে নিয়ে যায়। তবে সিন্ডিকেট বাজার ব্যবস্থার কারণে ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত বলেও জানান তিনি।

তার বাগানে এসব কুল খেতে মিষ্টি, সুস্বাদু। বাজারে এর চাহিদাও রয়েছে প্রচুর। আবদুল মালেকের এ সাফল্যে ইতোমধ্যেই এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়েছে। এলাকার অনেক যুবক কুল চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

মিরপুর উপজেলার হাজরাহাটি এলাকার বিপুল হোসেন ও জামাল এসেছেন আবদুল মালেকের কুল ক্ষেত দেখতে। তারা বাগান দেখে অভিভূত। তারাও তাদের জমিতে এই ধরনের কুল বাগান করবেন বলে জানান। শতারা জানান, তারা এই বাগানের কথা শুনে দেখতে এসেছেন। আগামী বছর তারাও এখান থেকে চারা ও পরামর্শ নিয়ে কুলের চাষ করবেন বলে জানান।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শ্যামল কুমার বিশ্বাস জানান, আব্দুল মালেক কৃষক হিসেবে রোল মডেল। ৩০ বিঘা জমিতে সে নিজেই বিভিন্ন ফলের বাগান গড়ে তুলে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

আমরা কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ফলজ বাগান গড়ে তুলতে আমরা কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে থাকি। তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহজ বাগান গড়ে তোলার জন্য বীজ সার সহায়তা করে থাকি।

গাংনীতে জোরপুর্বক রাস্তা দখল, আবদ্ধ অর্ধশত পরিবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চেংগাড়া ডাক্তার পাড়ায় মানুষ চলাচলের একমাত্র শত বছরের রাস্তা দখল করে বালি রাখায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে প্রায় পঞ্চাশটি পরিবার। প্রশাসনকে বার বার অভিযোগ করে সমস্যার সমাধান পাইনি ভুক্তভোগী পরিবার।

মালিকানা জমির দাবী করে রাস্তা ওপর বালি রাখায় এ সমস্◌্যার সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তার ওপর থেকে দ্রত বালি অপসারণ করে আবদ্ধ পরিবারদের যাতায়াতের ব্যাবস্থা করার দাবীতে মানববন্ধন করেছে ভুক্তভোগীরা।

জানাগেছে, চেংগাড়া গ্রামের মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে তোফাজ্জেল হোসেন তার বাড়ির সামনের শত বছরের মানুষ চলাচলের একটি রাস্তা দখল করে তামাকঘর নির্মাণ করছিলেন। এবিষয়ে স্থানীয়রা আদালতে মামলা করেন। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী গাংনী থানায় আদেশ জারি করেন স্থানীয় আইন শৃংখলা বজায় রাখতে।

গাংনী থানা পুলিশ তোফাজ্জেল হোসেনের তামাক ঘর নির্মাণ কাজ স্থগীত করেন এবং বালি অপসারণ করে স্থানীয়দের যাতায়াত নিশ্চিত করতে বলেন। কিন্তু দিনের পর দিন অতিবাহিত হলেও বালি অপসারণ করেনি তোফাজ্জেল হোসেন। বালি রাখার পর থেকেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে অর্ধশত পরিবার। শিশু কিশোরসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

পরে গাংনী উপজেলা প্রশাসনকে কয়েকবার অবহিত করেন স্থানীয়রা। তবুও কোনো সুরাহা না হওয়ায় রাস্তার দাবীতে রবিবার দুপুরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মানববন্ধন করেন স্থানীয়রা।

গ্রামের আব্দুল গফুরের ছেলে এনামুল হক, ছহিরুদ্দীন, রফিজউদ্দিনের ছেলে আব্দুল বারিসহ উপস্থিত স্থানীয়রা জানান, এটি প্রায় শত বছর ধরে মানুষ চলাচল করে। প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের একমাত্র রাস্তা এটি।

সরকারি টাকায় কয়েকবার মাটি ভরাটের কাজ করে স্থানীয় শোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদ। হঠাৎ রাস্তাটি বন্ধ করে আমাদের আবদ্ধ করে রেখেছে তোফাজ্জেল হোসেন। এ নিয়ে কয়েকবার রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে বলে জানান স্থানীয়রা।

তবে তোফাজ্জেল হোসেনের মেয়ে পারুলা খাতুন বলেন, জমিটি আমাদের নিজস্ব মালিকানা তাই বালি রাখা হয়েছে। আমাদের নামে কাগজপত্র রয়েছে।

তোফাজ্জেল হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কথা হলে তিনি বলেন, আমি বয়েকদিন পর বালি অপসারণ করব। তবে জমি আমার নামে খতিয়ান ভুক্ত হয়েছে। সরকারি খতিয়ানভুক্ত রাস্তা না।

এবিষয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন ভুমি অফিস ডহর উল্লেখ করে রাস্তা হিসেবে ব্যাবহৃত হচ্ছে বলে প্রত্যয়ন প্রদান করেন তহশিলদার। জনগণের রাস্তা হিসেবে সরকারি অর্থে মাটি ভরাটের কাজ করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন রাস্তা হিসেবে ব্যাবহৃত হচ্ছে মর্তে প্রত্যয়ন দেন ষোলটাকা ইউপি চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ করতে বলেন। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা নুর-ই- আলম সিদ্দিকী বলেন, রাস্তা হিসেবে ব্যাবহার করা হলেও সেটি মালিকানা খতিয়ান ভুক্ত তাই আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছেনা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, আমি বিভিন্ন মহল থেকে জানতে পেরে এসিল্যান্ড সাহেবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

ধর্মশিক্ষার মধ্যদিয়েই মানুষের

নৈতিকতার উন্নয়ন হয়- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

ধর্ম শিক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষের নৈতিকতার উন্নয়ন হয়। এই শিক্ষার মাধ্যমেই মানবিক গুনাবলি জাগ্রত হয়। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে।

উনার বিচক্ষন নেতৃত্বে যেমন প্রতিটি ঘর বিদুৎতের আলোয় আলোকিত হয়েছে তেমনি প্রতিটি মানুষই সু-শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জ্ঞানের আলোয় প্রতিনিয়তই আমাদের দেশ আলোকিত হচ্ছে। প্রযুক্তি নির্ভর ও জ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার জন্য আমাদের সরকার বেশ কর্যকরি ভ’মিকা পালন করছে।

মেহেরপুরে “মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের ভ’মিকা” শীর্ষক ১ দিনের কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

এ ছাড়াও তিনি বলেন, আমাদের প্রাচিন কাল থেকেই মেহেরপুর অঞ্চলসহ বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলেই হিন্দু, মুসলিম, বোদ্ধ, খ্রিষ্টান প্রতিটি ধর্মের যে সম্প্রিতির অবস্থান সেটি অনেক যুগ পুরানো।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সচিব নূরুল ইসলাম, হিন্দু ধর্মীয় কল্যান ট্রাষ্টের ট্রাষ্টি শ্রী শ্যামল সরকার, হিন্দু ধর্মীয় কল্যান ট্রাষ্টের সহকারী প্রকল্প পরিচালক হ্যাপী সাহা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, পফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, সদর উপজেলার ভাইস চেয়াম্যান মোমিনুল ইসলাম।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য দেন, ধর্ম মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গনশিক্ষা কার্যক্রমের প্রকল্প পরিচালক রঞ্জিত কুমার দাস। সঞ্চালনায় ছিলেন শাশ^ত নিপ্পন। এর আগে, কর্মশালার শুরুতেই জাতীয় সংগীত ও প্রকল্প ব্যান্ড সংগীত পরিবেশন করা হয়। পরে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন প্রদর্শন ও উলূ ধ্বনি প্রদান

করেন মন্দিরভিত্তক শিশু ও গনশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষিকাবৃন্দ।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতি উদ্যোগে মানব বন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মানব বন্ধন ও স্মারক লিপি প্রদান করা হয়েছে।

শনিবার সকালে ১১ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এই মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১২ আগস্ট ২০২০ তারিখের পত্রটি বাতিল পূর্বক অধিগ্রহণকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিধি মালা ২০১৩ এর ধারা-২ উপধারা (গ) তে বর্ণিত বেসরকারি চাকরির ৫০% কার্যকর চাকুরী কালের ভিত্তিতে টাইমস্কেল সহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি, জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি বহাল করণের দাবীতে মানব বন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মোঃকমরউদ্দিনের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান, সদর উপজেলা শাখার সভাপতি ইকবাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম প্রমূখ।

মানব বন্ধনে বক্তারা অধিগ্রহণকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিধিমালা ২০১৩ এর ধারা-২ উপধারা (গ) তে বর্ণিত বেসরকারিচাকরির ৫০% কার্যকর চাকুরী কালের ভিত্তিতে টাইমস্কেল সহঅন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি, জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি বহাল করণের দাবী মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। মানব বন্ধন পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদানকরাহয়।

আলমডাঙ্গায় রাস্তার প্রাইভেট ঢুকলো মোবাইলের দোকানে

আলমডাঙ্গা শহরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেট গাড়ি মোবাইলের দোকানে প্রবেশ করে । প্রাইভেট গাড়ির ধাক্কায় মোবাইলের দোকানের ডেকোরেশনসহ বিভিন্ন মালামাল ভেঙ্গে তছরুপ হয়। এ ঘটনায় দোকানে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে মিডিয়া ওয়াল্ডের মালিক শরিফ হোসেন জানান।

জানা গেছে, উপজেলার হারদি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতার প্রাইভেট কার তার ভাগ্নে চালিয়ে আলমডাঙ্গা শহরে যায়।

ব্যস্ততম শহরের রাস্তার দারুস সালাম রোডের হয়ে শহরের মেইন রাস্তায় উঠতে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দ্রুত গতিতে উঠে যায় মিডিয়া ওয়াল্ড নামের মোবাইলের দোকানে।

এ ঘটনায় মোবাইলের দোকানের মালিকসহ কর্মচারী আহত হয়। এ ঘটনায় মোবাইলের দোকানে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়।

আলমডাঙ্গায় হাসান কাদির গনুর নির্বাচনী মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার ৭ নং ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের উদ্যোগে নির্বাচনী মতবিনিময় সভা হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত ৯ টার দিকে পৌর এলাকার গোবিন্দপুর মাঠ পাড়ায় এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী

লীগের সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

অনুষ্ঠানে হাসান কাদির গনু বলেন, পৌর নির্বাচনের আর সময় নেই। আপনারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচন মাঠে কাজ করতে হবে। ইতোপূর্বে পৌরসভায় দায়িত্ব নিয়ে রাস্তা, ড্রেন, সাপ্লাই পানিসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ চলমান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে নৌকা প্রতীক দিয়েছে। এই নৌকা আমার একার নয়, আপনাদের সকলের।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক কাজি রবিউল হক, ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ ঠান্ডু, সোহেল রানা শাহিন, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, হারদি কলেজের প্রফেসর জান্টু, মুরগি ব্যবসায়ী রাব্বি, মোস্তাক, ৭ নং ওয়ার্ড গোবিন্দপুর মাঠপাড়া গ্রামের মন্ডল আবুল কাসেম, স্কুলের শিক্ষক ঠান্টু, প্রবাসী সাইদুল প্রমুখ।

ভেড়ামারায় ১০০টি গৃহহীন পরিবার পেলেন ঘরসহ জমি

আশ্রয় অধিকার শেখ হাসিনার অঙ্গীকার এই স্লোগানে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ১০০টি গৃহহীন পরিবার পেলেন ঘরসহ জমি। সারাদেশে একযোগে আনুষ্ঠানিকভাবে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে গৃহহীনদের প্রধানমন্ত্রীর ঘর প্রদানের উদ্বোধন করা হয়।

এই উপলক্ষে গতকাল শনিবার সকাল দশটার দিকে উপজেলা কনফারেন্স রুমে এক বর্ণাঢ্য আয়োজন করা হয়।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী আক্তারুজ্জামান মিঠু’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মৃনাল কান্তি দে।

এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান বুলবুল হাসান পিপুল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দোনেশিয়া খাতুন, ভেড়ামারা

পৌরসভার মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ শামিমুল ইসলাম ছানা, নব-নির্বাচিত পৌর মেয়র আনোয়ারুল কবির টুটুল, ভেড়ামারা থানার (ভারপ্রাপ্ত) অফিসার ইনচার্জ মোঃ জহুরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আলিম স্বপন, উপজেলা জাসদের সভাপতি ইমদাদুল ইসলাম আতা, সাধারণ সম্পাদক এস.এম. আনসার আলী ও সার্ভেয়ার জহুরুল ইসলামসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দ, আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভেড়ামারায় ঘর এবং জমি পেয়ে ১০০টি পরিবারের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। এ সময় তারা শেখ হাসিনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে দোয়া করেন।

দৌলতপুরে বিড়ি কারখানা চালু করতে গড়িমসি

দৌলতপুরে মালিকপক্ষের গড়িমসির কারণে বন্ধ হোসেনাবাদ আকিজ বিড়ি কারখানা চালুর বিষয়টি অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। এনিয়ে আকিজ বিড়ি কারখানার শ্রমিকরা কয়েক দফা দৌলতপুর উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসেছেন।

তবে বিড়ি কারখানা কবে চালু হবে সে বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারেননি তারা। ফলে আকিজি বিড়ি কারখানার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত প্রায় ৫ হাজার শ্রমিক কর্মহীন অবস্থায় মানবেতর দিন যাপন করছেন।

আকিজ বিড়ি কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা জানান, আকিজ বিড়ি কারখানায় কাজ করে দিনাতিপাত করতে হয়। বিড়ি কারখানায় কাজ করার কারণে অন্য কোথাও কাজও করতে পারিনা। তাই বিড়ি কারখানা বন্ধ থাকলে না খেয়ে থাকতে হয়। অবিলম্বে বিড়ি কারখানা চালু দাবি জানান তারা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার শারমিন আক্তার বলেন, এমপি স্যার আকিজ বিড়ি কারখানার মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা রয়েছে। বর্তমানে তিনি দেশের বাইরে রয়েছেন, দেশে ফিরলেই বিষয়টি

নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

অপরদিকে হোসেনাবাদ আকিজ বিড়ি কারখানা চালুতে গড়িমসির কারণে শ্রমিকরা আজ ফের আন্দোলনে যাবার ঘোষণা দিয়েছেন।

চাকুরী প্রত্যাশী শিক্ষার্থীকে বই উপহার দিলেন পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা

বাংলাদেশ পুলিশ পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি দেশের যেকোন জরুরী পরিসেবা এবং সামাজিক, মানবিক ও উৎসাহমূলক কার্যক্রমে মানুষের পাশে থেকেছে। অত্র জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম অসহায়, দরিদ্র, মানুষের কল্যাণে সর্বদা পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত।

তেমনি ভাবে দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমে পাশে থেকেছেন সর্বদা। গত ১৮.০১.২০২১ খ্রি. একজন চাকুরী প্রত্যাশী শিক্ষার্থী মোঃ হাসানুজ্জামান হাসান, সাং-কালিভান্ডারদহ, থানা ও জেলা-চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারকে ফোনের মাধ্যমে জানান তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিষয়ে এমএ চলমান।

করোনা কালীন সংকটের কারণে দীর্ঘদিন বাড়ীতে অবস্থান করায় আর্থিক অসচ্ছলতা পড়েছেন। তিনি বর্তমানে চাকুরীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রতিযোগীতামূলক চাকুরীর পরীক্ষায় সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনের জন্য তার কিছু বইয়ের প্রয়োজন।

পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা তার নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে অদ্য ২৩.০১.২০২১ খ্রি. বেলা অনুমান ১১.১৫ ঘটিকার সময় পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা এর কার্যালয় অফিসক্ষে ডেকে তাকে তার প্রয়োজনীয় বই প্রদান করেন।

মোঃ হাসানুজ্জামান হাসান বইগুলো পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পুলিশ সুপার ও তার পরিবারের সদস্যদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও সু-স্বাস্থ্য কামনা করেন। তার এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। পরবর্তী জীবনে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গার মত মহৎ অফিসার হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ ভূমি অফিসের কম্পিউটার অপারেটর মামুনের বিরুদ্ধে ঘুষ বাণিজ্যের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ ভূমি অফিসের কম্পিউটার অপারেটর মামুনের বিরুদ্ধে খারিজের টাকা ফেরৎ চাওয়ায় মারপিটের অভিযোগ উঠেছে।

মারধরের ঘটনাটি গতকাল শনিবার বিকেল ৪ টার দিকে পৌর এলাকার সোহাগ মোড়ে ঘটেছে।

এ মারপিটের ঘটনায় আপোশ-মীমাংসার জন্য তৎপর হয়ে পড়েছে কম্পিউটার অপারেটর মামুন। আজ রবিবার সন্ধ্যায় মীমাংসা হবে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামের মামুন দীর্ঘদিন যাবৎ মুন্সিগঞ্জ ভূমি অফিসে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কর্মরত আছে।

এ সুযোগে জমি খারিজের নামে কম্পিউটার অপারেটর মামুন গত ২ বছর পূর্বে এনায়েতপুর গ্রামের মনিরুদ্দিনের ছেলে আব্বাসের নিকট থেকে ১৪ হাজার টাকা নেয়।

গত ২ বছর পার হলেও আব্বাসে জমি খারিজ করতে অপারগতা স্বীকার করে মামুন। কিন্তু জমি খারিজ না করতে পারলেও ১৪ হাজার টাকাও আব্বাস ফেরৎ দেয় না।

বিভিন্ন সময় আব্বাস মুন্সিগঞ্জ ভূমি অফিসে গিয়ে তার টাকা ফেরৎ চাইলেও তাকে টাকা ফেরৎ দিবে দীর্ঘদিন আশ্বস্ত দেয়। ইতোমধ্যে কম্পিউটার অপারেটর মামুনের সাথে আব্বাস যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তা বৃথা হয়।

গতকাল শনিবার বিকেল ৪ টার দিকে আব্বাস এনায়েতপুর থেকে আলমডাঙ্গা বাজারে আসছিলো। চলন্ত অবস্থায় পৌর এলাকার সোহাগ মোড়ে মামুনের ভাড়া বাড়ির সামনে দেখা হয়।
আব্বাস মামুনের কাছে খারিজের টাকা ফেরৎ চায়। এ সময় তাদের দুজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে মামুন ক্ষিপ্ত হয়ে আব্বাসকে গায়ের সার্টের কলার ধরে তার বাড়ির মধ্যে নিয়ে বেধরক মারপিট করে।

এ ঘটনায় এলাকাবাসীর উপস্থিতে মারামারি ঠেকিয়ে দেয়। এই ঘটনায় আপোশ-মীমাংসার জন্য বিভিন্ন স্থানে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে কম্পিউটার অপারেটর মামুন। আজ সন্ধ্যায় মীমাংসা হবার সম্ভবনা আছে বলে সূত্র জানায়।